ফ্রিডম ফ্রিল্যান্সার

স্মার্ট ক্যারিয়ার গড়ুন স্বাধীনভাবে

আরিফুল ইসলাম

আদম্য প্রকাশ

ফ্রিডম ফ্রিল্যান্সার:

স্মার্ট ক্যারিয়ার গড়ুন স্বাধীনভাবে

যখন আমরা ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকি, ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করার চিন্তাটা মাথায় তত বেশি জেঁকে বসতে থাকে। তখন চারপাশে থাকা ক্যারিয়ার অপশনগুলো দেখে মনে হতে থাকে, "ডাক্তার -ইঞ্জিনিয়ার হব, বিজনেস করব নাকি কোনো জব?"

সত্যি বলতে এই ক্যারিয়ার গোল সিলেক্ট করার সময় বেশির ভাগই ব্যতিক্রম কিছু চিন্তা করেন না। তারা হয়তো কোনো জব করেন বা কোনো বিজনেস স্টার্ট করেন। আমার টার্গেট কিন্তু সেসব মানুষ নন।

বরং আমার টার্গেট হলেন ফ্রিল্যান্সাররা। আরেকটু স্পেসিফাই করে বলতে গেলে সেসব সাহসী ও ক্রিয়েটিভ ফ্রিল্যান্সার যারা এমন নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখেই একটা স্টেবল ও স্মার্ট ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে রেডি। এই মানুষগুলোই আমার কাছে ফ্রিডম ফ্রিল্যান্সার, যাদের লক্ষ্যপূরণে সহায়তা করতে আমি কাজ করে চলেছি বেশ কিছুদিন ধরে।

এবার আমার পরিচয়টা দিই। আমি আরিফুল ইসলাম। আমি প্রফেশনে একজন ডিজাইনার ও মার্কেটার। আমি বর্তমানে গ্রাফিক সোলো নামের একটা এজেন্সি রান করছি। আমার একটা ছোট ও এক্সপার্ট টিম রয়েছে। গত ছয় বছর আমার অসংখ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজের সৌভাগ্য হয়েছে।

নিজের প্রফেশনের বাইরে আমার একটা বৈশিষ্ট্য হলো, আমি মানুষকে শেখাতে খুব পছন্দ করি। ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার ফিল্ডে অনেক বছর কাজের এক্সপেরিয়েন্স থাকায় এজেন্সি রান করানোর পাশাপাশি আমি এখন ফ্রিডম ফ্রিল্যান্সারদের নিজের স্মার্ট ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে সহায়তা করার জন্যে তাদের সক্রিয়ভাবে মেন্টরিং করছি।

আমার আরিফ নোটস নামে একটা ব্লগ, একটা ফেসবুক পেজ ও একটা গ্রুপ আছে, যেখানে আমি ফ্রিল্যান্সারদের জন্য হেল্পফুল ব্লগ, ভিডিও ও রিসোর্স শেয়ার করে থাকি। একইসঙ্গে যারা ফ্রিল্যান্সিংয়ে এক্সপার্ট, তাদের লং-টার্মে স্ট্যাবিলিটি আনতে হেল্প করতে আমার একটা কোর্সও রয়েছে।

আমার এই ফ্রিডম ফ্রিল্যান্সার বইটাতে আমি একজন ফ্রিল্যান্সারের একদম শুরু থেকে লং-টার্মে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে যেসব গাইডলাইন প্রয়োজন সেগুলোর সব ডিটেইলে প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছি। তাই বিগিনার ও এক্সপার্ট ফ্রিল্যান্সাররা তো বটেই, আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে কিছু না-ও জানেন এবং এই ফিল্ডে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে ডিটেইলড গাইডলাইন চান, তাহলে বইটা পড়ে দেখতে পারেন। আবার এই সেক্টরটা সম্পর্কে জানতে চাইলেও এই বইটা পড়তে আপনার অবশ্যই ভালো লাগবে।

সবার জন্য শুভকামনা রইল। স্মার্ট ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে আপনি রেডি তো?

আরিফুল ইসলাম

সূচিপত্র

১. শুরুর পূর্বে ১১

- ফ্রিল্যান্সিং বলতে কী বোঝায়? ১১
- একজন ফ্রিল্যান্সার অন্যান্য পেশার তুলনায় কী কী সুবিধা পেয়ে থাকেন? ১৬
- "আমি কি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারব?" ১৯

২. নিজেকে কীভাবে তৈরি করবেন? ২৩

- আপনার প্যাশন ও মাইন্ডসেট আছে তো? ২৪
- নিজের স্কিল ডেভেলপমেন্টে থাকুন এক্সট্রা কেয়ারফুল ২৭
- ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার প্ল্যানিংটা কেমন হবে? ৩০
- শাইনি অবজেক্ট সিনড্রোমঃ স্কিল ডেভেলপ করার পথের অন্যতম বাধা কীভাবে অতিক্রম করবেন? ৩২
- নিজের ইংরেজির দক্ষতার দিকে নজর দিতে ভুলবেন না! ৩৫
- কীভাবে আকর্ষণীয় পোর্টফোলিও বানাবেন? ৩৯
- সঠিক দিকনির্দেশনা পেতে কীভাবে একজন দক্ষ মেন্টর খুঁজে বের করবেন? ৪৩

৩. ক্যারিয়ারের শুরুটা কেমন হবে? ৪৭

- নতুন ফ্রিল্যান্সাররা কোন কোন ওয়েবসাইটে কাজ করতে পারেন? ৪৮
- ফ্রিল্যান্সিং সাইটের পাশাপাশি আপনার ব্যাকআপ প্ল্যান রেডি আছে তো? ৫৩
- কীভাবে ফ্রিল্যান্সিং বিজনেস শুরু করা যায়? নিশ সিলেকশন হতে হবে পারফেক্ট ৫৮
- আপনার টার্গেট মার্কেট কারা? ৬২
  - কীভাবে কোল্ড ই-মেইল পাঠালে পজিটিভ রেসপন্স আসবেই? ৬৬
  - ফেসবুক থেকেই জেনারেট করুন ক্লায়েন্ট! ৭১
  - ক্লায়েন্ট পেতে ইনস্টাগ্রাম কীভাবে ইউজ করবেন? ৭৫
  - লিংকডইনঃ ক্লায়েন্ট খোঁজার অন্যতম পারফেক্ট প্ল্যাটফর্ম ৭৯
- ক্লায়েন্টদের জন্য অফার ও প্রাইসিং সেট করা ৮২

৪. ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্টের আদ্যোপান্ত জানুন ৮৫

- ফ্রিল্যান্সিং বিজনেসের ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সঠিকভাবে কমিউনিকেট করার টিপস ৮৬
- ক্লায়েন্টদের সঙ্গে মিটিংয়ে কীভাবে কনফিডেন্ট থাকা যায়? ৮৯
(ভার্চুয়াল মিটিং স্ট্র্যাটেজি, কনফিডেন্স)
- একজন ফ্রিল্যান্সারের কীভাবে নেগোশিয়েট করা উচিৎ? ৯২
- বিভিন্ন রকম ক্লায়েন্টের সঙ্গে কীভাবে ডিল করবেন? ৯৪
- আনস্যাটিসফাইড ক্লায়েন্টদের হ্যান্ডেল করার টিপস ৯৭
- কীভাবে ক্লায়েন্ট ফলোআপ করলে ক্লায়েন্টরা বিরক্ত হবেন না? ১০১
- বিজনেসের গ্রোথ বাড়াতে ক্লায়েন্ট টেস্টিমনিয়াল কালেক্ট করার হ্যাকস ১০৪

৫. আপনার ড্রিম এজেন্সি কীভাবে বিল্ড আপ করবেন? ১০৮

- এজেন্সি কী? এজেন্সির অ্যাডভান্টেজ কী? ১০৯
- নিজের এজেন্সির জন্য কীভাবে একটা আই ক্যাচিং ওয়েবসাইট বিল্ডিং করবেন? ১১৩
- কীভাবে এজেন্সির জন্য এক্সপার্ট টিম বিল্ড আপ করবেন? ১১৭
- সাধারণ ক্লায়েন্টদের আইডিয়াল ক্লায়েন্টে কনভার্ট করবেন কীভাবে? ১২০
- কীভাবে ক্লায়েন্টদের নিজের এজেন্সির প্রতি অ্যাট্রাক্ট করতে পারবেন? ১২৪
- কীভাবে কিলিং মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করবেন? ১২৭

৬. কিছু বোনাস টিপস ১৩১

- ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে নিজের মোটিভেটেশন ধরে রাখবেন কীভাবে? ১৩২
- ইফেকটিভলি টাইম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করা যায়? ১৩৫
- সেল জেনারেট না হলেও নেগেটিভ থটস থেকে দূরে থেকে কীভাবে প্যাশনেট থাকা যায়? ১৩৮
- একজন ফ্রিল্যান্সার কীভাবে পারসোনাল ও প্রফেশনাল লাইফ ব্যালেন্স করতে পারেন? ১৪১

শুরুর পূর্বে

ফ্রিল্যান্সিং বলতে কী বোঝায়?

আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করত যে আমরা বড় হয়ে কী হতে চাই, তাহলে সাধারণত দুটা প্রফেশনের মধ্যেই আমাদের উত্তর সীমাবদ্ধ থাকত। একটা হলো ডাক্তার, আরেকটা ইঞ্জিনিয়ার। আসলে তখন ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়াকেই লাইফে সাকসেসফুল হওয়ার শর্ত হিসেবে কনসিডার করা হতো। তাই আমাদের উত্তরটাও সে রকমই হতো! আমরা ভাবতাম, কোনোভাবে পড়াশোনা করে এই প্রফেশনগুলোতে যেতে পারলেই আমাদের লাইফ একদম সেট!

কিন্তু এখন কি সময় আর আগের মতো আছে? মোটেই নাহ। বরং এখনকার ইয়াং জেনারেশনের কাছে ক্যারিয়ার চয়েস হিসেবে দারুণ কিছু অপশনস অ্যাভেইলেবল আছে। এখনকার জেনারেশন যেমন প্রতি মাসে ভালো পরিমাণ আর্নিং জেনারেট করতে চায়, একইসঙ্গে তারা নিজেদের ফ্রিডমও ভুলে যেতে চায় না।

ফ্রিল্যান্সিং হলো এমন একটা অ্যাটাক্টিভ ক্যারিয়ার অপশন, যেখানে ভালোমতো কাজ করলে একজন চাকরিজীবীর চেয়েও কয়েক গুণ বেশি আর্নিং জেনারেট করা যায় এবং একইসঙ্গে ফ্রিডম বজায় রেখে নিজের লাইফও এনজয় করা যায়।

ফ্রিল্যান্সিং আসলে কী?

ফ্রিল্যান্সিং শব্দটা তো এখন অনেক শোনা যায়। কিন্তু এই ফ্রিল্যান্সিং বলতে আসলে ঠিক কী বোঝানো হয়? ফ্রিল্যান্সিংকে বাংলা ভাষায় মুক্ত পেশা বলা হয়ে থাকে। কেন জানেন? কারণ এই প্রফেশনে যারা কাজ করেন, তারা আর দশটা সার্ভিস হোল্ডারের মতো কোনো কোম্পানিতে জব করেন না।

তাহলে ফ্রিল্যান্সিংয়ে কী করা হয়?

বলছি! ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে এমন একটা প্রফেশন যেখানে মানুষ তার স্কিলসেট এবং এক্সপেরিয়েন্স ব্যবহার করে সেগুলোর বেসিসে ক্লায়েন্টদের সার্ভিস দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ ফ্রিল্যান্সিংয়ের মেইন কনসেপ্টটা হলো নিজের স্কিলকে পুঁজি করে কোনো কোম্পানির অধীনে চাকরি না করে একইসঙ্গে একাধিক ক্লায়েন্টকে তাদের রিকোয়ারমেন্ট বুঝে সার্ভিস প্রোভাইড করা এবং সেখান থেকে আর্ন করা।

একটু অন্যভাবে বলতে গেলে ফ্রিল্যান্সিং মেইনলি অনলাইনে ইনকাম করার একটা পদ্ধতি। কারণ ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে ক্লায়েন্ট খোঁজা থেকে শুরু করে ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দেওয়ার প্রতিটা কাজই অনলাইনের মাধ্যমে করতে হয়। তাই এটাকে সেল্ফ এমপ্লয়েড ক্যারিয়ার অপশনও নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ডেটা অনুযায়ী, বর্তমানে পুরো পৃথিবীর প্রায় ৪৭ পারসেন্ট ওয়ার্কারই নিজেদের ক্যারিয়ার হিসেবে সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট বা ফ্রিল্যান্সিং বেছে নিয়েছেন। একইসঙ্গে এই ডেটাতে এটাও বলা হয়েছে, গোটা পৃথিবীর প্রায় ৩.৩৮ বিলিয়ন ওয়ার্কফোর্সের মধ্যে প্রায় ১.৫৭ বিলিয়নই ফ্রিল্যান্সিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। আশা করি এই স্ট্যাটিসটিক্স থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ফ্রিল্যান্সিংয়ের কদর কতটা বেড়েছে!

এবার আসি ফ্রিল্যান্সার কারা সে প্রশ্নের উত্তরে। যারা ফ্রিল্যান্সিং করেন তাদেরই ফ্রিল্যান্সার বলা হয়। অর্থাৎ ফ্রিল্যান্সার হচ্ছেন এমন একজন মানুষ যিনি অনলাইনের সাহায্যে নিজের স্কিল কাজে লাগিয়ে ক্লায়েন্টদের সার্ভিস দেন। এই সার্ভিসগুলো যেমন ছোট ছোট এককালীন সার্ভিস হতে পারে, আবার লং-টার্মের বড় বড় প্রজেক্টও হতে পারে। তাই আপনি যদি একজন ফ্রিল্যান্সার হয়ে থাকেন, তাহলে যেমন নিজের পড়াশোনা কিংবা অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এটা করতে পারবেন, আবার চাইলে এটাকে ফুল টাইম ক্যারিয়ার হিসেবেও নিতে পারবেন।

স্কিল আর এক্সপার্টাইজ একজন ফ্রিল্যান্সারের সবচেয়ে বড় স্ট্রেন্থ। কারণ এই সেক্টরটায় যার স্কিল যত বেশি, তার শাইন করার পসিবিলিটিও তত বেশি। তাই যদি আপনার যদি স্কিল নামক সোনার কাঠি থাকে, তাহলে ফ্রিল্যান্সিংয়ের জগতে আপনিই রাজা!

এখন আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, "ফ্রিল্যান্সিং করে কীভাবে? অনলাইনের কোথায় ক্লায়েন্টদের পাওয়া যায়?" এবার এ প্রশ্নটার উত্তর দিই।

একজন ফ্রিল্যান্সার সাধারণত তিনটা মাধ্যমের সাহায্যে ফ্রিল্যান্সিং করেন। যেগুলো হলো-

১. অনলাইন মার্কেটপ্লেসের সাহায্যে

অনলাইন মার্কেটপ্লেস হলো ইন্টারনেটে অ্যাভেইলেবল বিভিন্ন ওয়েবসাইট যেখানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সাররা তাদের স্কিল অনুযায়ী ক্লায়েন্ট খুঁজে তাদের সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকেন। বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা ফাইভার, আপওয়ার্ক, পিপল পার আওয়ার, ফ্রিল্যান্সার ডট কম ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং করে থাকেন। আমার জানামতে, বেশির ভাগ ফ্রিল্যান্সারই তাদের ক্যারিয়ার শুরু করেন এই অনলাইন মার্কেটপ্লেসগুলোতে কাজ করার মাধ্যমে।

এমনকি আমার ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারের শুরুও হয়েছিল ফাইভার থেকেই। আমি মূলত এই সেক্টরটা বোঝার জন্য এবং কাজের এক্সপেরিয়েন্স গেইন করার জন্যই ফাইভারে কাজ করা শুরু করেছিলাম। যদি আপনি এই ফিল্ডে একদমই বিগিনার হয়ে থাকেন এবং কাজের কিছু এক্সপেরিয়েন্স নিতে চান, তাহলে অনলাইন মার্কেটপ্লেসই আপনার জন্য উপযুক্ত জায়গা।

২. সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে

ফ্রিল্যান্সিংয়ের আরেকটি জনপ্রিয় মাধ্যম হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। বর্তমানে ফ্রিল্যান্সাররা ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন অথবা পিন্টারেস্টকে কাজে লাগিয়ে ক্লায়েন্ট খুঁজে বের করেন ও তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করার মাধ্যমে সার্ভিস প্রোভাইড করার কাজটা করেন।

অনেকে রয়েছেন যারা সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করে নিজেদের মূল্যবান সময় অপচয় করেন। তাদের বলছি, বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ফ্রিল্যান্সাররা লং-টার্মের জন্য ক্লায়েন্ট জেনারেট করছেন। এখন আপনারাই ভাবুন, বাড়িতে বসে আর্ন করার এ সুযোগটা কাজে লাগাবেন নাকি সোশ্যাল মিডিয়ায় মিমস শেয়ার করেই দিন কাটিয়ে দেবেন!

৩. নিজের এজেন্সির মাধ্যমে

এজেন্সির মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিংয়ের কনসেপ্টটা কিছুটা আলাদা। এজেন্সির মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং করাকে ফ্রিল্যান্সিং বিজনেসও বলা হয়ে থাকে। যদি কেউ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দের ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কাজ করতে চান, তাদের জন্য এই ফ্রিল্যান্সিং অপশনটা বেস্ট। একইসঙ্গে যারা নিজেই নিজের বস হতে চান, ফ্রিল্যান্সিং এজেন্সি হতে পারে একদম পারফেক্ট ক্যারিয়ার চয়েস।

যদি আমি নিজের কথা বলি, বর্তমানে আমার নিজের একটা ডিজাইন এজেন্সি আছে, যেটা আমি পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে রান করছি। এজেন্সি শুরু করার পর আসলে আমাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আমার ক্যারিয়ারের যতটুকু প্রাপ্তি বা অর্জন, সেটা আমি আমার এজেন্সি থেকেই পেয়েছি।

ফ্রিল্যান্সাররা কেমন ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করেন?

ফ্রিল্যান্সিং এমন একটা ক্যারিয়ার ফিল্ড যেখানে একজন ফ্রিল্যান্সার চাইলেই ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন রকমের সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারেন। তবে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা সাধারণত গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, কন্টেন্ট রাইটিং, ওয়েবসাইট ডিজাইন ইত্যাদি রিলেটেড বিভিন্ন সার্ভিস নিয়ে কাজ করেন।

এই যে আমি এতগুলো কাজের সেক্টর নিয়ে কথা বললাম, এই প্রতিটারই কিন্তু অনেকগুলো সাব-সেক্টর রয়েছে। **যদি আপনি ফুল টাইম ক্যারিয়ার হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং করতে চান, তাহলে এই সাব সেক্টর থেকেই আপনার নিজের সেক্টরটা বেছে নিতে হবে**। যেমনঃ আপনি যদি নিজেকে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে পরিচয় দেন, তাহলে কিন্তু একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনার আইডেন্টিটি ক্লিয়ার হয় না। বরং আপনি যদি বলেন "আমি একজন ফ্রিল্যান্স লোগো ডিজাইনার", তাহলেই ক্লায়েন্টরা বুঝতে পারবে আপনি ফ্রিল্যান্সিংয়ের এক্সাক্টলি কোন সেক্টরে কাজ করছেন।

আমাদের বর্তমান যুগ টেকনোলজির যুগ বলে এই ধরনের সার্ভিসগুলোর ডিমান্ড প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। মূলত এ কারণেই আমাদের ইয়ং জেনারেশনের অনেকেই এই সেক্টরে এসে নিজেদের ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে চান।

একজন ফ্রিল্যান্সার অন্যান্য পেশার তুলনায় কী কী সুবিধা পেয়ে থাকেন?

ফ্রিল্যান্সিংয়ের বিভিন্ন ইউনিক দিক এটিকে অন্য সব প্রফেশনের চেয়ে আলাদা করে তোলে।

উদাহরণ হিসেবে আমার পরিচিত একজন ফ্রিল্যান্সারকে নিয়ে বলি, যিনি এখনো ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং করে প্রতি মাসে তার আর্নিং ফাইভ থেকে সিক্স ডিজিটের মধ্যে। তিনি যেমন তার পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন, একইসঙ্গে এই অল্প বয়সেই তিনি কিন্তু ফিন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেনডেন্সও পেয়ে গেছেন।

ফ্রিল্যান্সিং করার মজাটা এখানেই। কারণ, এই ক্যারিয়ার ফিল্ডে কার অ্যাকাডেমিক নলেজ কতটুকু কিংবা কার বয়স কত সেটা আসলে ম্যাটার করে না। কারণ, এই ফিল্ডটা রান করেই কার কতটা স্কিল রয়েছে সেটার ওপর বেইজ করে। তাই বলা যেতে পারে, এই ফিল্ডে কাজ করলে নিজের ক্রিয়েটিভিটি বাড়ানোর বড়সড় সুযোগ রয়েছে।

সাধারণত বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে অফিসে বসে কাজ করা বাধ্যতামূলক হলেও ফ্রিল্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে এ বাধ্যবাধকতা নেই। একজন ফ্রিল্যান্সার চাইলে যেমন তিনি তার বাড়িতে বসে কাজ করতে পারেন, তেমনিভাবে অন্য যেকোনো প্লেসে বসেও কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে সেই ফ্রিল্যান্সার এবং ক্লায়েন্টের মধ্যের কমিউনিকেশনের ওপর।

যারা রেগুলার কোনো অফিসে চাকরি করেন, অফিসের কাজের প্রেশারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা নিজেদের ফ্যামিলি কিংবা ফ্রেন্ডদের সময় দিতে পারছেন না। নিজের রিক্রিয়েশন তো দূরে থাক, প্রয়োজনীয় কাজগুলো করার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং করেন, তাহলে চাইলে কিন্তু কোনো ট্যুরে গিয়ে সেখানে বসেও ক্লায়েন্টকে সার্ভিস ডেলিভারি করতে পারবেন। কারণ, এই প্রফেশনে আপনি কোথায় বসে কাজ করছেন সেটা ম্যাটার করে না, বরং আপনার কাজের কোয়ালিটি এখানে ম্যাটার করে! তাই ফ্রিল্যান্সিং করলে আর্নিংও হবে, আবার নিজের লাইফও এনজয় করা যাবে!

যারা চাকরি করেন, তাদের ইনকাম সোর্স কিন্তু একটাই থাকে, যেটা হলো ওই চাকরির স্যালারি। কিন্তু যারা ফ্রিল্যান্সার, তারা ইফেকটিভ টাইম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে একই সময়ে একাধিক ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দিতে পারেন। ফলে এই প্রফেশনে কিন্তু ইনকাম সোর্স একটা থাকে না, বরং যদি এনাফ স্কিল থাকে, তাহলে মাল্টিপল সোর্স থেকেই ইনকাম করতে পারবেন।

আবার আপনারা যদি যেকোনো জবের এভারেজ স্যালারি রেঞ্জের দিকে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন **এন্ট্রি লেভেল জবগুলোর স্যালারি স্টার্ট হয় ১০-১২ হাজার টাকা থেকে। সেখানে একজন এক্সপার্ট ফ্রিল্যান্সার চাইলে প্রতি সপ্তাহে এর চেয়ে বেশি আর্ন করতে পারেন।**

ফ্রিল্যান্সিংয়ের আর্নিং রিসিভ করার জন্য পেওনিয়ারের নাম নিশ্চয়ই সবাই শুনেছেন। পেওনিয়ারের মতে, বিশ্বব্যাপী ফ্রিল্যান্সাররা প্রতি ঘণ্টার গড়ে ২১ ডলারের মতো আর্ন করেন। সুতরাং নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ফ্রিল্যান্সিং করলে অন্যান্য জবের চেয়ে আপনার আর্নিং কতটা বেশি হতে পারে!

এই প্রফেশনের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো এখানে কারও আন্ডারে থেকে কাজ করতে হয় না, অর্থাৎ আপনি নিজেই নিজের বস। এখানে আপনি নিজের মতো ক্লায়েন্ট খুঁজতে পারবেন, তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারবেন, আবার নিজের মতো স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করে সেল্ফ ব্র্যান্ডিংও করতে পারবেন। ফ্রিল্যান্সিংয়ে আপনার সবচেয়ে বড় কম্পিটিটর আপনি। কারণ, এখানে আপনার কতটুকু গ্রোথ হবে তা পুরোপুরিই ডিপেন্ড করে আপনার কতটুকু স্কিল রয়েছে তার ওপর।

যারা ফ্রিল্যান্সিং করে থাকেন তাদের আরেকটা বড় সুবিধা হলো, এখানে কোনো ফিক্সড সময়ে কাজ করার নিয়ম নেই। কারণ, এখানে প্রত্যেক ক্লায়েন্টকে সার্ভিস ডেলিভারি করার জন্য একটা নির্দিষ্ট ডেডলাইন দেওয়া থাকে। এই ডেডলাইন মেইনটেইন করে সার্ভিস ডেলিভারি করার জন্য ফ্রিল্যান্সার তার সুবিধাজনক যেকোনো সময় বেছে নিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি চাইলে কিন্তু রাত তিনটায় কাজ করতেও কোনো সমস্যা নেই। এ কারণেই এখন গৃহিণীরাও নিজেদের স্বনির্ভর করে তুলতে ফ্রিল্যান্সিং করছেন। তারা নিজেদের সংসারের সব কাজ করার পর রাতের বেলায় ক্লায়েন্টদের সার্ভিস দিতে কাজ করছেন। কী দারুণ, তাই না?

ফ্রিল্যান্সিং করার আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এ ক্যারিয়ার ফিল্ডে একজন ফ্রিল্যান্সার তার নিজের স্কিল ও এক্সপেরিয়েন্স অনুযায়ী যতটুকু পেমেন্ট ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ডিজার্ভ করেন, তিনি ততটুকুই নিতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা অন্যান্য চাকরিতে যেমন মাস শেষ হলে তারপরে স্যালারি পাওয়া পসিবল হয়, ফ্রিল্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে সে রকম কোনো ব্যাপার নেই। এখানে যদি একজন ফ্রিল্যান্সার চান, তাহলে তিনি প্রতিটা প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পরেই পেমেন্ট নিতে পারেন। আবার একই সঙ্গে উইকলি কিংবা মান্থলি বেসিসেও ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পেমেন্ট নেওয়ার অপরচুনিটি রয়েছে।

আশা করি, আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে অন্যান্য প্রফেশনের চেয়ে ফ্রিল্যান্সিং কতটা ডিফারেন্ট এবং এর বেনিফিট কতটা বেশি। মূলত এসব বেনিফিটের কারণেই এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ এই প্রফেশনে নিজেদের এনগেইজ করছেন।